ঔপনিবেশিক শাসনে বাংলা সঙ্গীত চর্চা

উনিশ শতকের সংগীত সাংস্কৃতিক ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল আঠারো শতকে। কোম্পানির যুগের প্রতিনিধিত্বমূলক সংগীত রচয়িতা হলেন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। পরিবর্তনের ধারায় বিশিষ্ট প্রতিনিধি ছিলেন তিনি।তার সমসাময়িক রামপ্রসাদ সেন প্রতিষ্ঠা করেন শাক্তপদ সংগীতের ধারা।

এরপরে আঠারো শতকের মাঝামাঝি নাগাদ কলকাতায় আধুনিক সঙ্গীতের প্রথম পুরুষ ছিলেন রামনিধি গুপ্ত। তার প্রভাবে সমকালীন দুটি সংগীত ধারা যথা **শাক্তপদ ও বৈষ্ণব পদাবলী** - ক্রমশ সংগীতের মূল ধারা থেকে বিদায় নেয়। তিনি টপ্পা নামক সংগীতের প্রচলন ঘটান। নিধুবাবু নামে বিখ্যাত ছিলেন।সম্প্রদায় নিরপেক্ষ সর্বজনীন হৃদয়াবেগ প্রতিষ্ঠা ও রোমান্টিক চেতনার উদ্ভব এই দুই লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল তার গানে।

আঠারো শতকে বাংলায় বিকাশপ্রাপ্ত আরেকটি ধারা হচ্ছে **কবিগান**। লোকসংগীত পর্যায়ের হলো এক ধরনের প্রথাবদ্ধ সংগীত চিন্তা প্রকাশ এখানে ঘটে প্রবর্তক হিসেবে রঘুনাথ দাস এর নাম পাওয়া যায়।১৮ শতকের শেষ থেকে হরু ঠাকুর এন্টনি ফিরিঙ্গি ভোলা ময়রা রাম বসু প্রমুখ কবিয়াল এর দ্বারা অষ্টাদশ থেকে উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে কবি শৈলির প্রকৃত প্রতিষ্ঠা ঘটে।

১৯শতক বাংলা শীলিত সংগীতের বিবর্তনের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য কাল পর্যায়।হিন্দুস্তানি সংগীতের সঙ্গে এর রূপবদ্ধ হিসাবে বাংলা গানের বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। আধুনিক রাগ সঙ্গীতের সঙ্গে বাংলা গানের গভীর যোগাযোগ স্থাপিত হয়। পানি রচনা নয় গো গানের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটে। **প্রেম সংগীত ব্রহ্মসংগীত ও স্বদেশী সংগীত** এই তিন ধারায় উনবিংশ শতকে বাংলার শিল্পীদের সংগীত এর প্রধান বিকাশ ঘটে।

রামমোহন রায় প্রবর্তক ছিলেন ব্রহ্মসংগীত এর। ব্রহ্ম প্রসঙ্গ ছিল সংগীত। ১৮২৮ তে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠার বছরেই ব্রহ্মসংগীত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মসংগীত এ একদিকে যেমন ধ্রুপদ সংগীতের চর্চা হয় অপরদিকে কীর্তন বাউল সহ নানা ধরনের লোকসংগীত ভারতবর্ষের নানা প্রাদেশিক সংগীত ও পাশ্চাত্য সংগীতের সুর ও সংগীতের ধারা সঙ্গে মিলিত হয়।

১৯শতকে হিন্দুধর্ম সাধনায় নবজাগরণ দেখা যায়। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ শিশির ঘোষ প্রমুখ এর প্রভাবে প্রচলিত হিন্দুধর্ম ভাবনায় যথেষ্ট বেগ সঞ্চার হয়। শ্যামা সংগীত ও নবজাগরণের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটে।

এই সময়ই দেশপ্রেমের গভীর অনুভব কাব্য সঙ্গীত এর মধ্যে দিয়ে রূপায়িত হতে থাকে।স্বদেশী সংগীত ,স্বদেশী গান মুক্তির গান দেশাত্মবোধক গান সংগীত পরিচালনার মূল প্রেরণা হয়ে ওঠে।হিন্দুমেলা জাতীয় নাট্যশালা স্থাপন নীলদর্পণ এর অনুবাদ ও প্রকাশ্যে চেতনায় জাগ্রত করে দেশাত্মবোধক সংগীত এর জন্ম দেয়।

তিনটি পর্যায়ে এই সব গানগুলো রচিত হচ্ছিল।

১) প্রথমে প্রাক বঙ্গভঙ্গ পর্যায়ে বা হিন্দু মেলা থেকে বঙ্গভঙ্গ পর্যন্ত সময়ে রচিত গান

২) বঙ্গভঙ্গ পর্যায়ের রচিত গান

৩) বঙ্গভঙ্গের পরবর্তীকালে রচিত গান

বঙ্গদর্শনে ১২৮৭ চৈত্র সংখ্যায় বন্দেমাতরম গানটি প্রকাশিত হয়।জাতীয় কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত সুরে বন্দেমাতরম পরিবেশন করেন।

বঙ্গভঙ্গের মূল সঙ্গীতকার ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এছাড়াও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় অতুলপ্রসাদ সেন রজনীকান্ত সেন মুকুন্দদাস অমৃতলাল বসু সরলা দেবী চৌধুরানী বিখ্যাত ছিলেন।এই গীত রচনা প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে রচিত

হলেও আন্দোলনের সামগ্রিকতায় গানগুলি আচ্ছন্ন হয়নি লোকসঙ্গীতের রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে ব্যবহার করেছিলেন।

বাংলা নাটকের গানের উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে সময় লক্ষ্য করা যায়।মঞ্চনাটক থেকে শুরু করে যাত্রার ঐতিহ্যে প্রচুর বাংলা গান রচিত হয় এবং পেশাদার সুরকার-সংগীত পরিচালক গায়ক প্রমুখের আবির্ভাব ঘটে। বাংলা গানের পটভূমিতে একটি মনোরঞ্জনের পেশাদারী মাত্রা সংঘটিত হয়। বিশ শতকে সবাক চিত্র বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা সংগীতকলার এই পেশাদারি ও জনমনোরঞ্জনী প্রবাহের প্রসার ঘটানো বিপুল সম্ভাবনা দেখা দেয়।

বিশ শতকের ত্রিশের দশকে এসে বাঙালির সংস্কৃতি ক্রান্তিক লগ্নে উপনীত হয়।আধুনিক সঙ্গীতকলার বিকাশ গীতিকার সুরকার গায়ক শ্রমবিভাজন রেকর্ড করন, যান্ত্রিক উৎকর্ষতা্ চিত্রের প্রবর্তন ,কর্মসূচির সম্প্রসারণ প্রভাবে সংগীত জগতে নতুন যুগের সূচনা ঘটে।

১৯৪৩ সালে গণনাট্য আন্দোলন বাংলা গান ও বৃহত্তর অর্থে বাঙালির যাবতীয় সৃজনশীল প্রয়াস এর ব্যাপারে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জনগণকেআত্মসচেতন লক্ষ্যে ও সঙ্গবদ্ধ করে তাদের অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠল গান সমাজ পরিবর্তনের গান শোষণমুক্ত সমাজ আলোচনার গান মেহনতী মানুষের উত্থানের গান ও বিজয়ের গান ছিল মুখ্য উপজীব্য বিষয়।**গণসংগীত** গায়ক হিসেবে উঠে এলেন বিনয় রায় জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র হেমাঙ্গ বিশ্বাসের চৌধুরীর মতো সঙ্গীতকার। তারা সমাজ পরিবর্তনের গান রচনা করে সাম্যবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল বিষয়গুলি সাধারন মানুষের সামনে এনে দিচ্ছিলেন।এভাবেই দেশাত্মবোধক বাংলা গান একটি নতুন মাত্রা সঙ্গে জড়িত হল গণসঙ্গীতের মাধ্যমে।

এভাবে দেখা যাচ্ছে উপনিবেশিক ভারতবর্ষে সঙ্গীতের এক ঐতিহ্যশালী চর্চারধারা সর্বদা বিদ্যমান ছিল এবং আধুনিককাল সেই ধারা প্রবাহমান হয়ে থেকেছে।